লেন্স এশিয়া

LENS ASIA

১ অক্টোবর, ২০২৫

# অবরোধ শিথিলের পর স্বাভাবিক হচ্ছে খাগড়াছড়ি, ১৪৪ ধারা বহাল

সংগৃহীত ছবি

**খাগড়াছড়িতে অবরোধ ওঠার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন। দোকানপাট খুলছে, যান চলাচল বাড়ছে। তবে ১৪৪ ধারা বহাল রয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সংঘর্ষ নিয়ে তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন।**

খাগড়াছড়ি সদর, পৌরসভা ও গুইমারা উপজেলায় অবরোধ প্রত্যাহারের পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি। বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল থেকে আগের তুলনায় রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি ও যানবাহনের চলাচল বেড়েছে। খুলতে শুরু করেছে দোকানপাট ও কিছু দূরপাল্লার পরিবহনও চলাচল শুরু করেছে। তবে, জনশৃঙ্খলা রক্ষায় ১৪৪ ধারা বহাল থাকায় গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এখনও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে।

জানা গেছে, জুম্ম ছাত্র-জনতা মঙ্গলবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অবরোধ স্থগিতের ঘোষণা দেয়। এর আগে খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান মাহমুদ অভিযোগ করেন, ধর্ষণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে পাহাড়কে অশান্ত করার পরিকল্পনা ছিল। একইসঙ্গে গুইমারা রিজিয়নের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল কালাম রানা জানান, সংঘর্ষ চলাকালে ইউপিডিএফ পরিকল্পিতভাবে সেনা সদস্য ও পাহাড়ি-বাঙালিদের ওপর গুলি চালায়।

এদিকে, আলোচিত ওই মারমা কিশোরীর মেডিকেল রিপোর্ট হাতে পেয়েছে যমুনা নিউজ। রিপোর্টে দেখা গেছে, শরীরে ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। যদিও মামলার এজাহারে তার বাবা দাবি করেন, পাশের একটি খেতে অচেতন অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

এ ঘটনায় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন ইতোমধ্যেই পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।